৩০.১১.২০২৩

কোর্ট নং.৬৫৪

ক্রমাঙ্ক নং. ৬

এসএস

কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
(আপীল বিভাগ)
২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ. ১০৫৭

প্রবোধ কুমার ভট্টাচার্য এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

শ্রীমতি নিবেদিতা পাল

শ্রী আনন্দ গোপাল মুখার্জি

শ্রীমতি সোনম রায়...

আবেদনকারীদের পক্ষে

শ্রী সিরসান্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অর্ক কুমার নাগ ... রাজ্যের জন্য

এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীদের দ্বারা এম. আর. ডিলারশিপে আবেদনকারী নম্বর ২-এর নাম এবং আবেদনকারী নম্বর ১-এর কেরোসিন তেল ডিলারশিপ লাইসেন্সে অংশীদার হিসাবে নথিভুক্ত করার জন্য দায়ের করা একটি আবেদন।

মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হলো, আবেদনকারী নং ১, পশ্চিমবঙ্গ গণবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৩ (এরপরে নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং পশ্চিমবঙ্গ কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৬৮ (এরপরে নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৬৮ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে জারি করা লাইসেন্সের ভিত্তিতে বীরভীম জেলার গ্রাম এবং পোস্ট অফিসে একটি ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং কেরোসিন তেলের ডিলারশিপ পরিচালনা করছেন

বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, রামপুরহাট, বীরভূম যা এখনও বৈধ এবং বিদ্যমান। আবেদনকারী নং ১ অবিবাহিত এবং আবেদনকারী নং ২ তার ভাগ্নে হওয়ায় আবেদনকারী নং ১-এর সাথে থাকেন এবং আবেদনকারী নং ১-কে উক্ত ডিলারশিপগুলির দৈনন্দিন কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত আছেন কারণ আবেদনকারী নং ১ বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছেন। আবেদনকারী নং ২-এর কোনও নিয়মিত আয়ের উপায় নেই। আবেদনকারী নং ১ আবেদনকারী নং ২-কে উপরোক্ত ডিলারশিপগুলিতে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী, তিনি নির্ধারিত ফরম্যাটে উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, রামপুরহাট, বীরভূমের কাছে আবেদন দাখিল করেন। যদিও উপরোক্ত আবেদনের বিষয়ে রামপুরহাট, বীরভূমের উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপে আবেদনকারী নং ২-কে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তিনি কোনও পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। অতএব, যথাযথ আদেশের জন্য এই রিট আবেদন।

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী নিবেদিতা পাল বলেন যে আবেদনকারী নং ২ হলেন আবেদনকারী নং ১-এর ভাগ্নে এবং নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর ধারা ২(xa) এবং নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৬৮-এর ধারা ৩(si) অনুসারে 'আত্মীয়' -এর সংজ্ঞা অনুসারে একজন আত্মীয়, যার মধ্যে পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজন অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী। অধিকন্তু, আবেদনকারী নং ২-এর কোনও নিয়মিত আয় নেই।

তার নিজের এবং যেহেতু তিনি আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপের দৈনন্দিন কার্যক্রম দেখাশোনা করেন, তাই তাকে আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২০(iiia) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৬(iii)(a) আবেদনকারী নং ২-কে ডিলারশিপ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে বাধা দেয় কারণ তিনি লাইসেন্সধারীর 'আত্মীয়' -এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন এবং তাই, যদি আবেদনকারী নং ২-কে আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে তা 'বড় বঞ্চনা' হিসেবে গণ্য হবে। অধিকন্তু, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২০(iii) এবং অংশীদারিত্ব সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদানের বিধানকারী ৬ (ii)(c) কোনও ভাগ্নেকে ডিলারশিপে অংশীদার হতে বাধা দেয় না। তার উপরোক্ত দাখিলের আলোকে, তিনি আবেদনকারী নং ২-কে আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করছেন।

আবেদনকারীদের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তির জবাবে, রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী শীর্ষসণ্য বন্দোপাধ্যায় দাখিল করেন যে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২(এম) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৩(এল) ধারা ২০(vii) এবং 'পরিবারের সদস্য-এর সংজ্ঞা বর্তমান রিট আবেদনে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। ২০(vii)(b) ধারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, নিয়মিত আয়ের কোনও উপায় না থাকা লাইসেন্সধারীর পরিবারের সদস্যকে আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত বা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

অংশীদার। উক্ত ধারাটিতে 'আত্মীয়' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত নেই। অধিকন্তু, যেহেতু নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এর ধারা ২০(iiia) এবং ধারা ৬(iii)(a) এর অধীনে একজন আত্মীয়ের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই ভাগ্নে, আবেদনকারী নং ২, আবেদনকারী নং ১ এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আপেক্ষিক হওয়ার অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করে না। ২০২২ সালের W.P.A.5352 এবং ২০২২ সালের W.P.A. 25434 মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে (সঞ্জীব সিনহা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য), রাজ্য উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ বন্দোপাধ্যায় দাখিল করেছেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ বলেছে যে, 'পরিবারের সদস্য' -এর সংজ্ঞায় ভাগ্নেকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয় এবং কোনও আইনি ভিত্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। তার উপরোক্ত দাখিলের আলোকে, তিনি প্রার্থনা করেন যে রিট পিটিশনটি খারিজ করার যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, রিট আবেদনে একমাত্র যে বিষয়টি বিবেচনার বিষয় তা হলো, আবেদনকারী নং ২, যিনি তার ভাগ্নে, তাকে আবেদনকারী নং ১ এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে কিনা।

উপরোক্ত বিষয়টি বোঝার জন্য, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২০(vii) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৬(xii) পুনরুৎপাদন করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এর ধারা ২০(vii) নিম্নরূপ পুনরুৎপাদন করা হল:

"(vii) যখনই-

ক) একজন ব্যক্তিগত লাইসেন্সধারী তার শারীরিক অক্ষমতার কারণে তার ব্যবসাকে অংশীদারিত্ব সংস্থায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, অথবা

(খ) অংশীদারিত্ব সংস্থার একজন লাইসেন্সধারী একজন নতুন অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার বা বিদ্যমান অংশীদারের নাম প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন,

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, ফর্ম C3 এবং পরিশিষ্ট-1-এর আবেদনের ভিত্তিতে, তফসিল A-তে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় ফি এবং লাইসেন্সধারীর দ্বারা প্রণীত চেকলিস্ট অনুসারে সমর্থনকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে, পরিচালকের অনুমোদনক্রমে, ফর্ম L2-তে তদন্ত প্রতিবেদন এবং ফর্ম M2-তে SCF&S-এর মন্তব্য পরীক্ষা করে তাকে তা করার অনুমতি দিতে পারে, যদি এবং শুধুমাত্র যদি লাইসেন্সধারীর পরিবারের কোনও সদস্য যার নিয়মিত আয়ের উপায় নেই তাকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা প্রতিস্থাপন করা হয় এবং অন্যথায় নয়:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

আরও প্রদান করা হয়েছে যে-

(এ) XXX

(বি) XXX

তবে শর্ত থাকে যে, কোনও ব্যক্তিগত লাইসেন্সধারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, পরিবারের যোগ্য সদস্য বা সদস্যরা, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন, তার ব্যবসা চালানোর জন্য, ব্যক্তিগত লাইসেন্সধারী হিসাবে বা নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব সংস্থা হিসাবে, সাপেক্ষে এই বিষয়ে পরিচালক, ডি. ডি. পি এবং এস কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন।"

১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৬(xii) এখানে পুনরুৎপাদন করা হল:

"(xii) যখনই—

(ক) একজন ব্যক্তিগত লাইসেন্সধারী তার শারীরিক অক্ষমতার কারণে তার ব্যবসাকে অংশীদারিত্ব সংস্থায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, অথবা

(খ) একটি অংশীদারিত্ব সংস্থার লাইসেন্সধারী একজন নতুন অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করতে বা বিদ্যমান অংশীদারের নাম প্রতিস্থাপন করতে পছন্দ করেন,

বিদ্যমান অংশীদার, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, এই পক্ষ থেকে লাইসেন্সধারীর করা আবেদনের ভিত্তিতে, রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে তাকে অনুমতি দিতে পারে, এবং কেবলমাত্র যদি লাইসেন্সধারীর পরিবারের কোনও সদস্যের নিয়মিত আয়ের উপায় না থাকে তবে তাকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা প্রতিস্থাপন করা হয় এবং অন্যথায়। "

উপরোক্ত বিধানগুলি খালি পড়ার পরে একজন ব্যক্তি লাইসেন্সধারী তার শারীরিক অক্ষমতার কারণে তার ব্যবসাকে অংশীদারিত্ব সংস্থায় রূপান্তরিত করার বিকল্প বেছে নিতে পারেন এবং লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, তার আবেদনে, তাকে তা করার অনুমতি দিতে পারে যদি এবং কেবলমাত্র যদি লাইসেন্সদাতার পরিবারের কোনও সদস্য যার নিয়মিত আয়ের উপায় নেই তাকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা প্রতিস্থাপন করা হয় এবং অন্যথায় নয়। সুতরাং এটি উপরোক্ত বিধানগুলি থেকে বেরিয়ে আসে যে শুধুমাত্র পরিবারের কোনও সদস্যকে পৃথক লাইসেন্সদাতার ডিলারশিপে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত বা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

রাজ্য-উত্তরদাতা হলফনামা আকারে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী নং ২ আবেদনকারী নং ১-এর ভাগ্নে হওয়ায় আবেদনকারী নং ১-এর সাথে অংশীদারিত্বে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী নয় কারণ আবেদনকারী নং ২ নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর ধারা ২-এর অধীনে পরিবারের সদস্যের সংজ্ঞার অধীনে আসে না।

নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর ধারা ২ (এম)-এর অধীনে 'অ্যামিলি সদস্য' শব্দটির অর্থ নিম্নরূপঃ

'(এম)' পরিবারের সদস্য (গুলি) 'মানে-

(i) স্বামী বা স্ত্রী; অথবা

(ii) পিতামাতা; অথবা

(iii) পুত্র (মৃত্যু বা অক্ষমতার আগে আইনত দত্তক নেওয়া পুত্র সহ); অথবা

(iv) পূর্ব-মৃত পুত্রের বিধবা; অথবা

(v) কন্যা (মৃত্যুর আগে আইনত দত্তক নেওয়া কন্যা বা অক্ষমতা, তালাকপ্রাপ্ত কন্যা এবং বিধবা কন্যা সহ),

যিনি ব্যবসায়ী বা পরিবেশকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মৃত্যুর সময় "

নিয়ন্ত্রন আদেশ, ১৯৬৮-এর ধারা ৩ (l) 'পরিবারের সদস্য (গুলি)' কে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেঃ

"(l)" পরিবারের সদস্য (গুলি) "মানে-

(i) স্বামী/স্ত্রী; বা
(ii) বাবা-মা; বা
(iii) পুত্র (মৃত্যু বা অক্ষমতার আগে আইনত দত্তক পুত্র সহ; বা
(iv) প্রাক-মৃত পুত্রের বিধবা; বা
(v) কন্যা (মৃত্যু বা অক্ষমতার আগে আইনত দত্তক কন্যা সহ);

যিনি মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ীর উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশে 'পরিবারের সদস্য' এর পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলিতে কোনও ভাগ্নে অন্তর্ভুক্ত নয়।

আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মিসেস পাল আবেদন করেন যে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ২(xa) ধারা এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩(si) ধারায় ‘আত্মীয়’ শব্দটি ‘পরিবারের সদস্য’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, তাই ভাগ্নেকে ব্যক্তিগত লাইসেন্সধারীর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার রয়েছে। আবেদনকারীদের উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ‘আত্মীয়’ শব্দটি কখনও ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ২০(vii) ধারা বা নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৬৮, ৬(xii) ধারায় ব্যবহৃত হয়নি

যা পৃথক লাইসেন্সকে অংশীদারিত্বে রূপান্তরের সাথে সম্পর্কিত। বিধানটি স্পষ্টভাবে প্রদান করে যে একজন 'পরিবারের সদস্য' যার কেবলমাত্র নিয়মিত আয়ের উপায় নেই তাকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আবেদনকারীদের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মিসেস পাল জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২০(iiia) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৬ (iii)(a) অনুসারে আবেদনকারী নং ২ আবেদনকারী নং ১-এর আত্মীয় হওয়ায় তাকে নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাই যদি আবেদনকারী নং ২-কে আবেদনকারী নং ১-এর ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে তা বিরাট বঞ্চনার শামিল হবে। যদিও ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশে এই বিধান আবেদনকারীকে নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে নিষেধ করে, তবুও এই ধরণের ভিত্তিগত কারণে আবেদনকারীকে ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২০(vii) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৬(xii) এর অন্তর্ভুক্ত ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করে অংশীদার হিসেবে আবেদনকারীকে ১নং ডিলারশিপে অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার দেওয়া হয় না। নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২০(iii) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ৬(ii)(c) উল্লেখ করে তিনি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে নতুন অংশীদারিত্বের জন্য কোনও ব্যক্তির পরিবারের সদস্য হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে, দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান রিট আবেদনটি কোনও অংশীদারিত্ব সংস্থার নতুন লাইসেন্সের জন্য দায়ের করা হয়নি, বরং বিদ্যমান ডিলারশিপে একজন নতুন ব্যক্তিকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। অতএব, এই ধরনের যুক্তি

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অগ্রিম যুক্তিসঙ্গত নয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, যেহেতু এটি প্রমাণিত হয়েছে যে আবেদনকারী নং ২, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২(এম) এবং ১৯৬৮ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩(এল) ধারা অনুসারে 'পরিবারের সদস্য' -এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাই তিনি আবেদনকারী নং ১-এর বিদ্যমান ডিলারশিপে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী নন। সঞ্জীব সিনহার (উপরে) উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বন্দোপাধ্যায়ের দাখিলে আমি যুক্তি খুঁজে পেয়েছি।

উপরোক্ত কারণে, ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ. ১০৫৭ রিট পিটিশনটি খারিজ হয়ে যায়। সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, বাতিল হয়ে যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, বিভাস পট্টনায়েক)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal